দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ 6 কলাম 6

মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কেমন আছে ছাত্রীরা

রোকসানা আমিন

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ কারিগর এবং সর্বোপরি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নির্মাণের লক্ষ্যে ২০টি সরকারী পলিটেকনিকের মধ্যে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য দেশের একমাত্র পলিটেকনিক 'মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট' ঢাকার শেরে বাংলা নগরে আবহাওয়া অধিদফতর এবং পরিসংখ্যান ভবনের মাঝখানে অবস্থিত। লাল সিরামিক ইটের গাঁথুনিতে তৈরি চারতলা ভবন এবং চারপাশের সবুজের আবরণে আবৃত এই ইনস্টিটিউট। কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আমেররিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন কর্তৃক সর্বপ্রথম পলিটেকনিক সিস্টেমে চালু হয় ৪ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। ৬০-এর দশকে যখন প্রচুর দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয় তখন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সকে পরবর্তীতে ৩ বছর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স বর্তমানে বিদ্যমান। মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার– এই ৩টি বিভাগে প্রতিবছর ভর্তি হয় প্রায় ২০০ ছাত্রী। গত সেশনে ২টি শিফট থাকায় ভর্তির সংখ্যা বেশি ছিল, কিন্তু পরবর্তী সেশন থেকে ২য় শিফট বন্ধ করে দেয়া হয়। এক শিক্ষকের ভাষ্যমতে, পাঁচ বছরে এই ২য় শিফট একটা মডেল হিসাবে ছিল সেশনজট দূর করার ক্ষেত্রে। ২য় শিফট চালু থাকলে একই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অনেক বেশি দক্ষ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী তৈরি করা যেত। কিন্তু বর্তমানে ২য় শিফট বন্ধ হয়ে যাবার ফলে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার উদ্যোগী হলে ২য় শিফট আবার চালু করা সম্ভব। সময়ের ধারাবাহিকতা এবং প্রয়োজনে মেয়েদের ক্ষেত্রেও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি মুহূর্তের প্রতিযোগিতার মধ্যে বেশ দক্ষতার সাথে সমানভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন দেশের মহিলা ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে বের হওয়া কয়েকজন প্রকৌশলী বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে বেশ সুদৃঢ় অবস্থানে আছেন এবং মেয়েদের একটা শক্ত অবস্থানের জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই বলে জানান তাঁরা।

বর্তমানে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২টি ছাত্রীহল আছে। ছাত্রীরা হলের কিছু মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করেছে। একটি হলেও যোগাযোগের জন্য টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নেই। কম্পিউটার বিভাগের এক শিক্ষক জানান, বর্তমান আইটিয়ের যুগে এখানে কম্পিউটার মাত্র ৮টি। ফলে এই বিভাগের ৪০/৫০ ছাত্রী তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে বা শিখতে পারছে না। এই টেকনোলজির মূল শিক্ষক মাত্র ২ জন। ফলে অন্য টেকনোলজির শিক্ষকরা এই বিভাগের ক্লাস নেন। ইলেকট্রনিক্স বিভাগের ছাত্রীদের পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাবে ব্যবহারিক ক্লাসে বাধ্য হয়ে থিওরি ক্লাস করতে হচ্ছে। দেশের একমাত্র মেয়েদের পলিটেকনিক হিসাবে যতখানি সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা তার কোনরকম ছাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই ইনস্টিটিউটে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিহ্নিত মৌলিক এই সমস্যা এবং সঙ্কটগুলো নিরসনে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়েই এর সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।